দ্বিতীয় অধ্যায়

বিষ্ণু দে ঃ কাব্য - ভাবনা ও রূপকল্প

আধুনিক বাংলা কাব্যসাহিত্যে বিষ্ণু দে শুধু একজন অন্যতম প্রধান কবিই ছিলেন না, তিনি ছিলেন আধুনিক ভারতীয় চৈতন্যের কর্ষণভূমির এক কর্মী। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কাব্যের লোকায়ত চেতনার গভীরতার সঙ্গে কবিতার নান্দনিক রূপকে মেলাবার প্রয়াসে বাংলার কাব্যভুবনে তিনি এক উজ্জ্বল দিগন্ত রচনা করেছিলেন। তাঁর ধ্যানে রাজনৈতিক দর্শনের উপলব্ধি ব্যতীত শিল্প বা জীবনের মুক্তি নেই। বহু -ব্যবহৃত আবেগ- পচনশীলতা, স্মৃতি-বিস্মৃতির রোম্যান্টিক চেতনা, অস্তিত্ব-অনস্তিত্বের দ্বন্দ্ব-জটিলতা কাটিয়ে এক প্রত্যয়শীল দার্শনিকতায় ভরপুর ছিল তাঁর কবিতা। সমালোচক তাই বলেন ঃ 'রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতার অপর শৃঙ্গের তুঙ্গে যদি কাউকে দেখি তো তিনি হলেন বিষ্ণু দে।'[১] তাই বিষ্ণু দে-র কবিতা প্রাণোচ্ছল ঋদ্ধ সমাজের কবিতা, যার মধ্যে লুকিয়ে আছে সুন্দর সুস্থ সহজ সতেজ সবলতা এবং সবুজতাই তার প্রতীক। জীবনঘনিষ্ঠ চেতনার রঙে রূপায়িত বলে তাঁর কবিতা শব্দিত স্পন্দিত জীবনের জয়গানে উন্মুখর। বাংলা কাব্যসাহিত্যের অবয়বে শব্দের অনাদি অনন্ত দ্যুতি সঞ্চারিত করেছেন বিষ্ণু দে। তাই সমালোচকের উক্তি সার্থকভাবেই প্রযোজ্য ঃ 'স্বর, মৃদু, কণ্ঠ অনুত্তোলিত অথচ জীবনসত্যের সন্ধানে অবিরাম, বিশ্বরূপ দর্শনে পুলকিত, চিন্তায় গভীর, চেতনায় স্বচ্ছ এই কবি শব্দের যোজনায় যে সিদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন তা বাঙালী পাঠকমাত্রেরই গর্ব।'

বিষ্ণু দে মনে করেন, কবিতা হল অস্তিত্ব-সংলগ্ন এক প্রক্রিয়া বা বোধ। তিনি মনে করতেন, রোম্যান্টিক কাব্যধারার হৃদয়াবেগ ও কবি-কল্পনার নভশ্চারী ভূমিকা থেকে কবিতাকে মুক্ত করতে হবে। তাই কল্পনায় গড়া ভুবন থেকে লোকায়ত ঐতিহ্যের উপর তাঁর যাতায়াত। তিনি মনে করতেন, সাধারণ পাঠকের বোধশক্তি খুব সহজেই প্রত্যক্ষ প্রতীকে যাতায়াত করতে পারে। তাই তাঁর কাব্য-ভুবনে বারংবার দেখা দিয়েছে লোকায়ত ঐতিহ্য, পুরাণ প্রতিমা, জাতীয়- আন্তর্জাতিক ঘটনা ও ব্যক্তিত্ব, মানবিক প্রেম, মার্কসীয় দর্শন, শ্রেণীহীন সমাজ-আকাঙ্ক্ষা আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণী ও কলোনীর মধ্যবিত্ত জীবন ছাড়াও আব্দুল করিম খাঁ, যামিনী রায়, বাখ, বেঠোফেন, লেনিন, ফ্রয়েড, রিলকে, ফরাসী সিম্‌বলিস্ট মুভমেন্ট এবং সংস্কৃত সাহিত্য ছাড়াও বেদ- উপবেদ, বালা সরস্বতী, রুক্মিণী আরুন্ডেল, আইজেনস্টাইন , স্ট্যানিস্লাভস্কি, ইলিয়াড -ওডিসি থেকে কাফ্‌কা, সেজান থেকে পিকাসো -- -- সব নিয়েই তাঁর সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল। তাই বিষ্ণু দে-র কাব্যভুবন যেন এক দুর্ভেদ্য কেল্লা। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের অভিযোগ ঃ 'তোমার রচনাকে এমন দুর্ভেদ্য কেল্লায় বাসা দিয়েছ যে আমার মন দেয়ালে ঠেকেই ফেরে।'[২] 'ওফেলিয়া' ও 'ক্রেসিডা' এই দুটি কবিতাকে বিষ্ণু দে-র দুর্ভেদ্যতম বলে উল্লেখ করেছেন সমালোচক দীপ্তি ত্রিপাঠী। বুদ্ধদেব বসু বলেছেন ঃ'অধীত বিদ্যার উপর নির্ভর না করেও আপনার কবিতা যে উপভোগ করা সম্ভব, আমিই তার প্রমাণ। কিন্তু আমাকে যদি শব্দার্থ ও উল্লেখ বিষয়ে পরীক্ষা করেন আমি নিশ্চয় ফেল করব।'[৩]

সমালোচক অশ্রুকুমার শিকদার তাঁর 'আধুনিক কবিতার দিগবলয়'- এ বলেছেন ঃ 'দুরূহতা বা দুর্বোধ্যতা ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে দূর হয়।' মোট কথা, বিষ্ণু দে ছিলেন 'ভদ্র' কবি। তাঁর চলনে- বলনে ফুটে উঠেছে আভিজাত্যের লক্ষণ। তিনি ছিলেন 'মানবিক সাধারণ্যে অসামান্য জন।' তাঁর অনন্যসাধারণ প্রতিভা,পান্ডিত্য, মননশক্তি , নন্দন-চেতনা এবং মার্কসীয় চেতনা— সবই যেন একটি দুর্ভেদ্য কেল্লার মধ্যে নিবদ্ধ রইল, যার দরজায় সাধারণ মানুষের জন্য যেন লেখা রয়েছে ঃ 'প্রবেশ নিষেধ'। তবুও আধুনিক বাংলা কাব্যসাহিত্যে বিষ্ণু দে-র অবদান অসামান্য এবং গত দু-তিন দশক ধরে বাংলা কাব্যে তিনি এক বিশাল শূন্যতা পূরণ করে চলেছিলেন। 'জীবনের ইতিবাচক সম্ভাবনা সম্বন্ধে আমাদের চেতনার নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচন বিষ্ণু দে যেভাবে করেছেন, অন্য কোন আধুনিক বাঙালী কবি তা করেন নি।' তাই 'তাঁর সমসাময়িক বাঙালী কবিদের মধ্যে বিষ্ণু দে-ই তাঁর তীক্ষ্ণ আত্মচেতনা ও অবিরাম আত্মানুসন্ধানের জন্য সবচেয়ে আধুনিক কবি।',[৪] তিনি 'কবিকুলে অর্জুন।' তাঁর 'কবিস্বপ্ন মহোত্তম'। তিনিই এ যুগের সবচেয়ে স্থিতপ্রজ্ঞ , সবচেয়ে নন্দন-চেতন কবি।

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কাব্যে রোম্যান্টিক ভাবালুতার ফলে যে স্যাঁতসেঁতে পরিবেশ তৈরি হয়েছিল তাতে বিষ্ণু দে-র ঐতিহ্যসচেতেন খাঁটি নৈর্ব্যক্তিকতা নিয়ে এসেছিল এক মুক্ত বায়ু। আধুনিক কবিদের কাছে রবীন্দ্র-বিশ্ব ছিল এক স্বপ্নের ভুবন — সুধীন্দ্রনাথ যাকে 'পরীর রাজ্য' আখ্যা দিয়েছিলেন। 'এলিঅটের কবিতা' বই-এর ভূমিকায় বিষ্ণু দে আধুনিক বাংলা কবিতার সূচনা সম্পর্কে লিখেছিলেন ঃ'রৌদ্রের এ অভিযান আরম্ভ শিক্ষিত বাবুসমাজের যে রাত্রিশেষে, যে রাত্রি আশা-ভঙ্গের,জিজ্ঞাসার, আত্মসচেতনতার, যে আন্দোলনের রাত্রিতে আসে সংগঠনের প্রভাত। এলিঅটের প্রভাব সেখানে রূপকবৎ , যে রূপক খুলল গান্ধীজীর নীতির গোধূলিতে, রবীন্দ্রনাথের সমর্থ নিভৃতিতে লালিত খোলা হাওয়ার ধ্যানধারণায়। সাধারণ্যেই এলিঅট পেলেন সমব্যথী, যদিচ আমরা ছিলুম তখনো সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়। আত্মসচেতনতা ছিল, তবে তখনো সেটা বিচ্ছিন্ন — প্রুফ্রকের মতে। আত্মসচেতনতা তখনো তাই বিড়ম্বনা, বিরহী প্রেমিকের মতো। কিন্তু তা ছিল সৃষ্টিময়; প্রগতির প্রথম ক্ষেপ, যদিচ হয়তো আত্মসচেতনতা তখনো সেই সম্বন্ধ স্বীকারের গভীরতায় পৌঁছয় নি। যেখানে দুঁহু কোরে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া। তখনো আমাদের পরোক্ষ ভাবনা স্বভুক, ভালেরির সাপের মতো, আমাদের আত্মস্থতা তখনো প্রায় হিনডেনবর্গ জার্মেনীতে রিল্‌কের সুদূরপিয়াসী টিউটনিক আত্মম্ভরী নৈঃসঙ্গ কিম্বা ইয়েটসের মতো তন্ত্রমন্ত্রের রাজা-রাজড়ার কুহকজালের যন্ত্রণাসম্ভোগ। '

শিক্ষিত বাবুসমাজের রাত্রিশেষ সমাজ ইতিহাসের অনেক কথার সঙ্গে জড়িয়ে আছে। একই আলোচনায় বিষ্ণু দে সুকুমার তরুণ প্রতিভাবান ইংরেজ কবি অ্যালান লুইসের কথা বলেছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় লুইস ভারতে এসেছিলেন সামরিক কাজের জন্য। এদেশের জীবন, সমাজ ও প্রকৃতির যে অভিজ্ঞতা তাঁর হয়েছিল তাতে লুইস উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠেছিলেন। বিষ্ণু দে-র কথায় ঃ 'বিরোধে তার জর্জর মন তাই ত্রাহি ত্রাহি করেছিল, তাই তার করুণ শেষ হল ব্যর্থ মৃত্যুতে, আরাকানের খাদের ধারে দাঁড়িয়ে রিভলবারে নিজের প্রাণদানে।' আমরা একটা চিঠিতে জানতে পারি যে লুইস বলেছিলেন, 'ইংরেজের কাছ থেকে ভারত পেয়েছে রুটি নয়, পাথর। ফলে মানব মনে সঞ্চারিত হয়েছে ক্রোধের মেঘ।' এ পরিস্থিতিতে লুইসের প্রশ্ন ছিল ঃ 'ইউরোপে মালার্মের কাছে গোলাপ

যেমন মিথ্যে হয়ে গেছে, ভারতের পদ্মেরও কি সেই অবস্থা নয় ?'

রবীন্দ্রোত্তর যুগে বিষ্ণু দে লিখেছিলেন ঃ 'বিশ দশকের সুখী যদিচ ফাঁপা যুগে প্রায় ঠিক লগ্নেই বিষিয়ে ওঠার কিছু আগেই স্নায়ু তখন এক পাহাড়ের চূড়ায়, বেঠোফেনের অন্তিম সঙ্গীতের আলোয় নেতিবাচক পুঙ্খানুপুঙ্খতার আর প্রবল নিরুদ্যমের মুখে। কিন্তু ফল তখনও তিক্ত নয়। অথচ আমরা তখনও প্রায় সেই তিমিরেই, আজ যে তিমিরে।' এই তিমিরের মধ্যেই ফুটে ওঠে বাবুসমাজের বৃত্তান্ত এবং ভাঙাচোরা রেনেসাঁসের খন্ডিত প্রেরণা সমাপ্তির পথে। সে জন্য নতুন পথের সন্ধানে বেরিয়েছিলেন বিষ্ণু দে এবং তরুণ কবিমনে ছিল অবক্ষয়ের বোধ। প্রথম পর্যায়ে সামাজিক পরিস্থিতি কবি-চৈতন্যে অঙ্গীকার করা সম্ভব হয়নি। ফলে কবিচিত্তে সৃষ্ট হয়েছিল যন্ত্রণায় আপ্লুত এক নবীন বোধ। এই পরিবেশে আবেগ ও সৌন্দর্যের জোরে এমন কোন কাব্য সৃষ্টি করা সম্ভব হয় না, যার মধ্যে ফুটে ওঠে সার্থক প্রতিবাদ। ফলে কবিচিত্তের উপলব্ধি নৈর্ব্যক্তিকভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

আর এখান থেকেই বিষ্ণু দে সচেষ্ট হয়েছেন কবিতার শরীরে নৈর্ব্যক্তিককে প্রতিষ্ঠা করতে। বিষ্ণু দে ছিলেন কাল-সচেতন কবি। ফ্যাসিস্ট-বিরোধী আন্দোলনের যুগ, বাংলা দেশের পঞ্চাশের মন্বন্তর, ছেচল্লিশের দাঙ্গা, সমগ্র ভারতব্যাপী মুক্তিসংগ্রাম, ভারতের নৌবিদ্রোহ, তেলেঙ্গানার কৃষক সংগ্রাম, তেভাগায় চাষীদের লড়াই আমরা দেখেছি বিষ্ণু দে-র কবিতায় স্পন্দিত, রণিত এবং মুকুলিত। বিষ্ণু দে জানতেন এবং বিশ্বাস করতেন, ব্যক্তিগত আবেগ-অনুভূতির তীব্রতা ব্যক্তিত্বের সংসর্গ থেকে নৈর্ব্যক্তিকতার উপনীত না হওয়া পর্যন্ত সত্যিকারের কোন কবিতার জন্ম দেওয়া সম্ভব নয়। তাই দেখা যায় বিষ্ণু দে ভাবাবেশের উপযোগী বহিরাশ্রয়ের সন্ধানে আধুনিক সংস্কৃতির দিক্‌বিদিক বেড়িয়ে আসেন। নেতিবাদে শুরু করেও বিষ্ণু দে নেতিকেই জীবনের শেষ পরিণাম বলে মানতে পারেন নি। আধুনিক জীবনের সংঘর্ষ -ঘূর্ণাবর্ত, আত্মবিকাশজনিত বিঘ্নের দুরূহতা সত্ত্বেও জনসমাজের সামগ্রিক মুক্তির উত্তরণই বিষ্ণু দে-র কবিমানসের কেন্দ্রীয় ভিত্তি।

আসমুদ্রহিমাচল ত্রিশ ও চল্লিশের দশক ছিল অনভিজ্ঞতার অন্ধকারে ঢাকা। লোভ, অন্যায়, অনাচার, দুর্বিষহ শোষণ, দুর্ভিক্ষ এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দামামায় প্রকট। এই সন্ধিক্ষণে কবি মানবঐতিহ্য সন্ধানে পরিভ্রমণে বেরিয়েছেন। ফলে কবির কাব্যে জটিলতা দুর্বোধ্যতার আধিক্য। সুধীন্দ্রনাথের মত শুধু বিদগ্ধবাক্য নয়, বিষ্ণু দে-র কবিতা বিচিত্র এবং বৈচিত্র্যের রঙিন *composition*। *'Variety and complexity, playing upon a refined sensibility'*-র সমন্বয় হল বিষ্ণু দে-র বাতায়ন। তিনিই অনুধাবন করতে পেরেছিলেন *'emotional equivalent of thought'* — তাই তাঁর কাব্যভুবনে শ্রুত হয় বৈচিত্রময় এক ঐক্যতান।

কবি- সমালোচক জগদীশ ভট্টাচার্য বলেছেন ঃ ' আমার কালের সবচেয়ে দুর্বোধ্য অথচ সবচেয়ে সৃষ্টিশীল কবির নাম বিষ্ণু দে।' দুর্বোধ্যতার নাগাল শুধু অর্থ বুঝে পাওয়া যায় না। অনেক সময় ভালো কবিতা কানে শুনেও আনন্দ উপভোগ করা যায়। *'Genuine poetry can communicate before it is understood.'* বিষ্ণু দে বলেছেন ঃ' আধুনিক কাব্যে কল্পপ্রতিমা রূপকীকৃত না হয়ে প্রতীকোৎসারী হয়ে ওঠে, অতিভাষী সুবোধ্যতার মসৃণ ময়দান ছেড়ে কবিতা বিহার করতে ওঠে মিতবাক্ হয়ত উচ্চাবচ, এমন কি হয়ত আপাত-দুর্বোধ্যতার পাথুরে

জমিতে। একই কারণে কাব্যের ব্যক্তিগত উচ্ছ্বাসের প্রাবল্যের চেয়ে ব্যক্তিসমাজের নিহিত ভাষা-বিনিময়ের আততিই হচ্ছে আধুনিক কাব্যের মৌলিক লক্ষণ, এবং যেমন এর নির্মাণের লৌহভিত্তি আত্মসচেতনতায় অভ্যাসে গ্রথিত, তেমনি এর প্রত্যাশা হচ্ছে যে পাঠকও রাখবেন সচেতনায় অভ্যস্ত সদাজাগ্রত মনন।'[৭]

এলিঅটীয় কাব্য-প্রকরণে স্থিতধী ও প্রাজ্ঞ হয়ে উঠেছিলেন বিষ্ণু দে প্রমুখরা। কাব্য সাহিত্যের প্রান্তরে ভারতীয় কবিদের 'অক্ষুদীক্ষা' যে এলিঅটীয় বীজমন্ত্রে, তার নির্ভীক স্বীকারোক্তি ঃ *'It was on the basis of this slight familiarity that Mr. Eliot's 'Poems 1925' captured me completely and I was at first surprised and dazed'* এবং অকপট অনুরণন ঃ *'Mr. Eliot teaching Indian writers how to write and how to read not merely the literature of Europe, but that of India of Bengal'*.[৮] কাব্যানুশীলনে তাই পরিলক্ষিত হয় এলিঅটীয় উপাদানে চিত্রকল্প প্রভৃতির স্বীকরণ। ইউরোপীয় কবিদের চেতনা আর বিষ্ণু দে র চেতনায় একটা মিল পাওয়া যায়। প্রথম ক্ষেত্রে ইঙ্গ-চেতনার *(English element)* প্রাধান্য, দ্বিতীয়টিতে দেখি বঙ্গ -চেতনার প্রাধান্য। বিষ্ণু দে-র কাব্যে প্রতিফলিত বিশ্বচেতনার বোধ। ফলে তাঁর কাব্য বুঝতে হলে, অনুধাবন করতে হলে, শুধু বাংলা ভাষা নয় ইংরেজি সাহিত্যের উপর— মায় ইউরোপীয় সাহিত্যের উপর দখল— থাকতে হবে, নয়তো তাঁর কাব্যসম্ভার দুর্বোধ্যতার বেড়াজালে বন্দী থাকবে।

মৃত ভাষাকে জাগাতে এলিঅট কথ্যধর্মিতার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং পরে ফরাসী কবি জুলঁ লাফর্গ-এর কাছে তিনি ছিলেন ঋণী। বিষ্ণু দে-র এ ব্যাপারে এলিঅট-এর কাছে ঋণী। এলিঅট অনুচারণায় বিষ্ণু দে-কে পথিকৃতের ভূমিকায় নিঃসন্দেহে দাঁড় করানো যায়।

বিষ্ণু দে তাঁর কাব্যে 'রোম্যান্টিক মন্ময়ত্ব' থেকে ' নৈর্ব্যক্তিক তন্ময়ত্বে' পৌঁছেছিলেন এলিঅটীয় প্রকরণ থেকেই। আর পেয়েছিলেন 'কবিমার্গে প্রত্যক্ষ সত্তাসম্পন্ন' আত্মসচেতনতার ভাব। বিষ্ণু দে-র মতে, প্রগতিশীল সাহিত্যের লক্ষণ হল 'চৈতন্য জ্যা-বদ্ধ টান।'

এই টানেই তাঁর সুদীর্ঘ কাব্যজীবনে তিনটি স্তর বেরিয়ে এসেছে। প্রথমটি নিঃসঙ্গতা বা বিচ্ছিন্নতা, দ্বিতীয়টি হল নিঃসঙ্গতার অন্বেষণে পরিভ্রমণ, তৃতীয়টি হল নিঃসঙ্গতাকে অতিক্রম করে জনজোয়ারে নিজেকে তুলে ধরা। নিঃসঙ্গতার জীবনচেতনার মধ্যে উপ্ত রয়েছে অস্তিবাদী দর্শনের বীজ। প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে তাঁর মনোভূমিতে অস্তিবাদের আবহ ছিল। ফলে অস্তিবাদের সঙ্গে দ্বন্দ্বে মার্কসবাদী সংগ্রামী জীবন বিশ্বাস, ব্যক্তিকতার সঙ্গে নৈর্ব্যক্তিকতার সংঘাত, বাঁচার ক্লান্তিময় ধূসরতার সঙ্গে আনন্দ নিষ্যন্দক আকাশের বিরোধে— কখনও মিলনে রচিত হয়েছে বিষ্ণু দে-র কাব্যসম্ভার।

তাঁর দুর্বোধ্যতার কারণটা আমাদের খুঁজে বার করতে হবে। ' চংক্রমণের তুরঙ্গ পাকে উত্তরঙ্গ পাতি'-র মত কঠিন মিতব্যয়ী মেদবর্জিত বাক্য, তন্মধ্যে দেশী-বিদেশী ভাষার মিশ্রণ *enjambement* - এর কারণে বাগভঙ্গির বিপর্যয় ঘটানো — *Semantic disturbance* বা শব্দবিপর্যয় ঘটিয়ে অতিকথন -বর্জিত এবং শব্দ

নির্বাচনে অতি- সর্তকতার ফলে দুর্বোধ্যতায় পৌঁছেছে বিষ্ণু দে-র কবিতা। সমালোচকদের দৃষ্টিতে ঃ ' উচ্ছ্বাসকে কখনো উৎক্রোশে পরিণত হতে না দিয়ে, সর্বোপরি বাংলা ছন্দ ও কাব্যবিভঙ্গের, ধ্বনিমাত্রার ওপরে অসংশয় দখল রেখে বিষ্ণু দে যেসব কথা আমাদের শোনার জন্য তৈরি করেছেন, বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে তার তুলনা অলভ্য'। মনে হয় বিষ্ণু দে-র কাব্য সম্ভ্রমপূর্ণ সৌজন্যের দূরত্বে দন্ডায়মান, কারণ তাঁর কবিতা ও তাঁর কাব্যভুবন পরিভ্রমণে অতিশয় আনন্দিত হন এমন সমমনস্ক পাঠকের সংখ্যা খুবই নগণ্য।

কল্লোল যুগে ১৯৩২ সালে যখন ' উর্বশী ও আর্টেমিস' গ্রন্থের কবিতাগুচ্ছের জন্ম হচ্ছিল, সেই সময় বিষ্ণু দে ইউরোপীয় সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি পাঠে মনোনিবেশ করেছিলেন। ফলে তাঁর কাব্যরচনায় ইউরোপীয় শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির ছাপ ফুটে উঠেছে এবং রবীন্দ্রনাথকে আত্মস্থ করেই তিনি একটা স্বতন্ত্র্য ধারা প্রবর্তন করেছিলেন। দ্বিতীয়ত ঃ বিষ্ণু দে উচ্চশিক্ষিত, বৌদ্ধিক চেতনায় আবৃত তাঁর মন। ' সমমনস্ক অথচ বৈশ্বিকতাবদ্ধ যা পূর্বের কবিদের ভাষা- ভঙ্গি-প্রকরণ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হতে গিয়ে দুরূহতার আশ্রয় নিয়ে নিজেকে প্রকাশ করেছেন।' তাঁর কাব্য-প্রকরণে, ভাবে-ভাষায়-ভঙ্গিতে-ছন্দে পরিলক্ষিত হয়েছে দেশীয়তা থেকে উত্তরণ। বিষ্ণু দে মনে করেছিলেন, কিছু সমমনস্ক পাঠক তাঁর অন্তরের ভাব-ভাষার সঙ্গে একাত্ম হতে পারবেন। আমরাও শুধু দুর্বোধ্যতার পাঁচিল তুলে বিষ্ণু দে থেকে দূরে রয়ে গিয়েছি। কিন্তু ইচ্ছুক পাঠক একটু কষ্ট করে এগিয়ে এলেই অপ্রত্যাশিত পুরস্কার বা বৌদ্ধিক তৃপ্তি লাভ করবেন।

১৯১২ সালে এজরা পাউন্ড, অলডিঙটন, জয়েস, লরেন্স প্রমুখ চিত্রকল্পবাদীরা ঘোষণা করেছিলেন যে, কাব্যে সাধারণের বাচনভঙ্গি এবং নতুন নতুন শব্দ ব্যবহার করে নতুন ছান্দসিকতা আনতে হবে। বিষয়গ্রহণে কবির থাকবে সার্বভৌম স্বাধীনতা এবং তিনি তাঁর কাব্যে নতুন নতুন ইমেজ বা চিত্রকল্প আনয়ন করবেন। *' Poetry should render particulars exactly and not deal in vogue generalities, however magnificient and sonorous, It is for this reason that we oppose the cosmic poet. '* শুধু তাই নয়, আন্দোলনকারীরা চাইলেন *'to produe poetry that is hard and clear never blurred or indefinite'* কেননা তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল ঃ *'Concentration is the very essence of poetry.'* উত্তরকালে সমালোচক লুই ম্যাকনিস এই বিশ্বাসের কঠোর সমালোচনা করেছিলেন।

আধুনিক কাব্যের প্রান্তরে প্রথম দিকে একটা অবক্ষয়ী পরাবাস্তবতার পদচিহ্ন স্পষ্ট ভাবে ফুটে উঠেছিল। আরাগঁ, জাঁ ককতো এবং বিশেষ করে এপপোলিনেয়র প্রচেষ্টা ছিল,কাব্যের পাটাতনে অতি-বাস্তবতার চিহ্ন ফুটে উঠুক *(to establish reality beyond the confines of reason).* মোট কথা, এজরা পাউন্ড এবং টি.এস. এলিঅটের মত বিষ্ণু দে ছিলেন জ্ঞানতান্ত্রিক কবি। তাই তাঁর কাব্যে প্রথম দিকে প্রায় প্রতিটি ছত্রে এবং পঙ্‌ক্তিতে বিকরাল বুলেটের মত শব্দ ব্যবহারের দুর্জয় সাহসিকতা এবং দুঃসাহসিকতা প্রকাশ পেয়েছে। সমালোকের বক্তব্য স্মর্তব্য ঃ *'The practically important thing was the new and revolutinary use of language ..... where it had the tone of common speech, suggested the quick, light, incisive talk of*

intellectuals in a capital'.

বিষ্ণু দে কাব্য ভাষার বাহন হিসেবে দেশী-তৎসম, এমনকি অপ্রচলিত কৃতঋণ শব্দ ছাড়াও বিদেশী শব্দের সঙ্গে বাংলা ভাষার মিশেল দিয়ে নতুন শব্দ-উপমা-চিত্রকল্প সৃষ্টি করেছেন। সেজন্য বিষ্ণু দে হলেন বক্রোক্তিজীবিত কবি—, ভাষার ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ শব্দভান্ডারের ক্ষেত্রে, এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। তবু দুর্বোধ্যতা জটিলতা অমসৃণতার জন্য বেশ কিছু সাহিত্য সমালোচক বিষ্ণু দে কে 'সহজবোধ্য' কবি হিসাবে মনে করেন না। শশিভূষণ দাশগুপ্ত বিষ্ণু দে সম্পর্কে বলেছেন ঃ ' সাহিত্যের ভাষা যে শুধুমাত্র ব্যক্তির ভাষা নয়, ক্ষুদ্র একটি গোষ্ঠীরও ভাষা নয় — ইহা যে একটা সামাজিক ভাষা, কবিকর্ম যে মূলত একটা সামাজিক কর্ম, এই প্রাথমিক সত্যটিকে কমিউনিস্ট বিষ্ণু দে যেন অতিমাত্রায় অবহেলা করেছেন।'

মনে হয় উক্তিটির মধ্যে আংশিকতা লুকিয়ে আছে। বিষ্ণু দে জরাগ্রস্ত বিশ্বের ধূসর রঙ পালটে নতুন রঙে পৃথিবীকে আঁকতে চান। তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন, পৃথিবীর বর্তমান সমাজব্যবস্থায় যে জীর্ণতা- দীর্ণতা, তার জন্য দায়ী ধনতন্ত্র বা *Capitalism,* তিনি বুঝেছিলেন ব্যক্তিগত সমস্যা নয়, ইতিহাস বা ঐতিহ্য-চেতনার মাঝে নিজেকে তৈরি করতে হবে। এই বোধ, এই বিশ্বাস তিনি মার্কসবাদ থেকে গ্রহণ করেছিলেন। তাই বিষ্ণু দে-র কাব্যে এই বিশ্বাসের অনুরণন দেখি যেখানে তিনি পূর্ব ঐতিহ্যকে স্বীকরণ করেছেন। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে একসূত্রে গেঁথে অভিজ্ঞতার একীকরণ *(unification of experience)* করেছেন। ফলে *' to bring the experiences of the life into one harmonious whole'* উদ্ধৃতিটি বিষ্ণু দে-র ক্ষেত্রে সমাধিক প্রযোজ্য।

বিশৃঙ্খল এলোমেলো ভাব-ভাষা- চিত্রকে সমসূত্রে গেঁথে তোলার কৃতিত্ব বিষ্ণু দে-রই। অসঙ্গতির অন্তরে প্রবাহিত হয়েছে এক অপূর্ব সঙ্গতির সুর। সচেতন বক্রোক্তির ব্যঞ্জনাই *' indicates a view in life. '*— এই স্বাদ, এই রীতি, এই মানসিকতা বিষ্ণু দে-র কবিতায় আশ্চর্য নৈপুণ্যের স্বাক্ষরতা বহন করে চলেছে। এখানে একটা কথা উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে। বিষ্ণু দে-র কাব্যভুবনকে ' শৌখিন শিল্পীর গড়া' বা সাগরউত্থিতা প্রতিমার মত মর্মবস্তু বলে মনে হয়। কারণ গণমানসে চেতনাপ্রবাহ আমূল রূপান্তর ঘটাতে হলে চাই উর্বর সংস্কৃতির প্রসার। সেই সাহিত্য ও সংস্কৃতি হবে জনগণমুখী। জনগণ 'বিপ্লবের নৃত্যে' প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে, কিন্তু তাঁর কৃত্রিমতা পোশাকি 'আরোপিত আশাবাদে'র আঙ্গিক আপাত অর্থে 'জনহীন বালুকার কূলে' বেঁচে ওঠা কোন গণ-অনন্বয়ী বিষয় বলে মনে হয় না। এই পরিস্থিতিতে পরিলক্ষিত হয় ' উজ্জ্বল সূর্য রঙীন' আশার 'মন নেওয়া-নেওয়া জাতীয় জনবাদী পাখি ওড়াওড়ি খেলা', ফুটে ওঠে ঃ ' শফরী চোখের সরল চাহনি'। ঠিক এই সন্ধিক্ষণে ভারতের ' ড্রাগনবাহী কোটি শ্রমবীর' 'তীর্থযাত্রী হৃদয়' দিয়ে বলে উঠবে ঃ

' এ হৃদয় অন্যমনা, পাশে তার বলিষ্ঠ সাগর।'

এই সাগরের 'সবুজ সমুদ্রে ওঠে অগণন ঢেউ'।

*　　*　　*

এখানে 'সবুজ সমুদ্র আর স্ফটিক আকাশ
ঢেউদের উল্লাসের মত্ত অট্টহাস্য ....'

বাস্তবে বিষ্ণু দে ছিলেন সুচারু কলমচি - তাঁর কাব্যে যতটা আশাবাদের উল্লাসের ঢেউ, ততটা জীবনে ও কর্মে ফুটে ওঠেনি। সাধারণের সঙ্গে সখ্যতা অর্জন করতে তিনি সমর্থ হননি। তাই কবি শঙ্খ ঘোষের উপলব্ধিই সত্য বলে প্রতিভাসিত হয় ঃ

'তোমারই জন্য কথা বলা মানে আশাবাদ?
এইখানে এসে দেখি চারদিকে হাত মেলে
আছে বীজ সার, কলাকৌশলও আছে ,তবু
মানবজমিন পড়ে আছে, নেই চাষ-আবাদ।'

এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে চিত্রকল্পের ক্ষেত্রে নতুন নতুন ছবি -অবয়ব বা আদল বিষ্ণু দে সৃষ্টি করে বাংলা কাব্যভান্ডারকে অবিস্মরণীয় করেছেন। মোট কথা, বিষ্ণু দে কে এক কথায় চিত্রকল্পবাদী কবি বলা যায়। প্রথম কাব্যগ্রন্থ ' উর্বশী ও আর্টেমিস।' প্রথম যৌবনের কাব্যগ্রন্থে কবির রোম্যান্টিক চেতনা, প্রেমের ব্যঞ্জনায় আত্মসুখী ভাব ফুটে উঠলেও শব্দপ্রয়োগ ও ভাবসংহতিতে দৃষ্ট হয় আলোছায়ার পরিবেশ আধো বাস্তব, আধো স্বপ্নের নায়িকাতে শৃঙ্খলিত, 'দুষ্টশ্বাস জনতা আঁধার' কিংবা 'মৈনাক ডুবিয়ে দিক পৃথিবীর জনতাকে আজ' প্রভৃতির মাঝে রোম্যান্টিক নিঃসঙ্গতার আকাঙ্ক্ষা ফুটে উঠেছে। ক্ষণিকের ইন্দ্রিয়সুখে তৃপ্ত নন কবি, তাই চিরন্তনকে ধরতে চেয়েছেন। প্রথম কবিতায় দেখি সেই অপরূপ চিত্রকল্প ঃ উর্বশীর সৌন্দর্যতনু থেকে উমার তপস্যায় প্রস্ফুটিত শুচিশুভ্র প্রেম। এখানে কবির হৃদয় তীর্থযাত্রী। নিচের কবিতায় দেখব কবি নিঃসঙ্গতার দুটি চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন ঃ

'শফরী চোখের সরল চাহনি, চোখের কোলের
কালিমার মায়া চোখ ভুলিয়েছে — চিকন কপাল,
সিল্‌কমসৃণ শাদা আর ছোট পান্ডুর ললাট।
ঘ্রাণ টানি মৃদু শীতল আঁধারে সুরভি চুলের।' ১১

উপরোক্ত পঙ্‌ক্তিতে বয়ঃসন্ধির বিস্ময় মানব-মানবী সম্পর্কে ইন্দ্রিয়ানুভূতির প্রকাশ — একটি মুখের বর্ণনা। 'শফরী চোখের' ব্যঞ্জনায় চিত্ররূপটি প্রকাশিত হয়েছে।

'স্বল্প পরিধি রক্তসূত্র সরস অধর —
মুখে রেখেছি ও বক্ষে শুনেছি গ্রহদের বেগ।
দেখি মুহূর্ত বিম্বে চিরন্তনেরই ছবি,
উর্বশী আর উমাকে পেয়েছি এ প্রেমপুটে।'

লাস্যময়ী উর্বশী আর উমার স্থৈর্যের ছবি পাশাপাশি তুলে ধরলেন। দোলাচল নয়, আশ্চর্য সংহতিকে চিত্রকল্পের নিজস্ব যুক্তিতে 'আমি'র চিত্রটির অঙ্গে অঙ্গে জড়ানো বিষয়ের মত প্রকাশিত।

পরিশেষে দেখি তীর্থযাত্রী কবি - হৃদয়ে ফুটে উঠেছে শেফালি ফুল ঃ

'প্রেমের কবিতা করেছ আমাকে।
ফোটালে যে ফুল
যে ফুল শেফালি। তীর্থযাত্রী হৃদয় আমার
আর নাহি রয় এ কদিনের পান্থশালায়।
চিত্রকর ভাস্করের স্বপ্নমূর্তি আমি হেরিলাম
তোমার দেহের মাঝে। কবিতার হোলিতে রঙিন
আমার মনের বেশ আবিরে মাতাল রাত্রি দিন।
তোমারই প্রতিমা দেখি নগরীর পটে অবিশ্রাম' ১২

এখানেও সেই নিঃসঙ্গতার চিত্র দেহারতি থেকে অতিক্রম করে ব্যক্তিজীবনের বাইরে এসেছে। প্রেমচেতনার সঙ্গে দেহের সুষমা মিলেমিশে অনুপম ভাস্কর্য করে তুলেছে।

অতীত প্রেমের জন্য আকুলতার অর্তি ধ্বনিত হয়েছে এবং চিত্রময়তা প্রকাশ পেয়েছে ঃ

'স্বপ্নে আজ দেখেছি তোমাকে।
মরণের বিবর্ণ চাদর
দীর্ঘ তোমার তনুখানি
শীতল কোমল অন্ধকারে
স্পর্শ করে ছড়ায় আদর।
.....
মৃদু স্নেহে খুলি আবরণ
দেখি হিমশুভ্র মুখখানি
.....
বেদনা ও প্রশান্তি হাশিশ
ঢেলে দিই নিঃশব্দে সেথায়।' ১৩

এই আর্তি, এই ক্ষোভ থেকে মুক্তি পেতে, বেদনার উপশম বোঝাতে হাশিশ -এর ব্যবহার। 'হাশিশ' আরবি শব্দ। যুগসন্ধির কবিকণ্ঠে নৈরাশ্যের সুর । সম্মুখে শূন্যতা — অন্ধকার ছাড়া কিছুই পরিলক্ষিত হয় না, একদিকে নতুনকে অস্বীকার করা যাচ্ছে না, অন্যদিকে অতীতের স্বপ্নগুলির জন্য চিন্তা এবং আগ্রহের মধ্যে কোথায়

সেই আশ্রয় ঃ 'স্তব্ধতার শব্দ মাঝে একা'। মৃত্যুই প্রশান্তি — এই মৃত্যু প্রেমিকার মনের মৃত্যু — মনোহীন প্রেমে 'চিত্ত লভে প্রিয় অন্ধকার'।

'ফুলেরা শয়ান ড্যানায়ের মতো প্রতীক্ষ দেহমনে,
নিঃশ্বাস মোর গন্ধে আতুর ভারাক্রান্ত মোহে,
রাধিকা চাঁদের আবেশ ঝরিছে কুঞ্জবনে
মুছে দিলে হায় পিঙ্গলিমায় অমোঘ বজ্রপাণি।' ১৪

নৈরাশ্যপীড়িত চিত্রকল্পে ড্যানায়ে হলেন বীর পার্সিউসের জননী। স্বর্ণাভ বৃষ্টিধারার বেশ নিয়ে দেবরাজ জিউস রাজকন্যা ড্যানায়ের সাথে মিলিত হন। এই চিত্রকল্পে ফুলেরা ড্যানায়ের মত প্রতীক্ষায় উৎগ্রীব— এই ভাব আদল পেয়েছে।

'তোমার দৃষ্টির ওই আহ্বান
জাগায় যে জোয়ারের গান।
তোমার নেবুলা চোখ নক্ষত্রের জীবনে আমার
বিপ্লবের নৃত্য জাগায়' ১৫

কবি তাঁর প্রেমিকার দৃষ্টির আহ্বান থেকে দূরে চলে যেতে চান। রাতের আকাশে অস্পষ্ট রশ্মিপুঞ্জের মত নেবুলা। এই নেবুলা হল কবি প্রিয় দূরস্থিত দৃষ্টির তাৎপর্য।

'সেইদিন দেখেছি তোমাকে
কোলাহল -কুৎসিত এ নগরের ভিড়ে
দুষ্টশ্বাস জনতা আঁধারে

বজ্রপাণি রুদ্রাঘাতে দিক আজ সব কিছু মুছে,
মৈনাক ডুবিয়ে দিক পৃথিবীর জনতাকে আজ,—
প্রভাতে দুচোখ মেলে অতীতকে বাতাসে উড়িয়ে
দেখি যেন অকস্মাৎ
আদিম ও স্তব্ধ সেই সঙ্গহীনতায়
এলে তুমি সদ্যস্মিত রজনীগন্ধার মতো একা,
শুভ্র মরুভূর মাঝে একান্ত বিস্ময়
তুমি এলে তরুণ তমাল,
হাতে নিয়ে দীর্ঘ অবকাশ, স্বাধীন জীবন,
এলে তুমি নীরব নির্ভরে

তনু সঙ্গীহীন' [১৬]

উপরোক্ত পঙ্‌ক্তিতেও সেই নিঃসঙ্গতার ছবি, যার মধ্যে কবি স্বাধীন জীবনের অবাধ আনন্দে নির্ভীক তরুণ তমালকে প্রত্যক্ষ করেন, যা নিঃসঙ্গতার অন্ধকারকে দূর করে দেবে। বহুজনের ভিড়ে যে নিঃসঙ্গতা তাঁকে পদে পদে ক্লিষ্ট করছিল, সেই জনতা- আঁধার থেকে কবি মুক্ত হবেন। এই ভাব-ভাবনার চিত্রকল্প প্রস্ফুটিত হয়েছে উপরোক্ত পঙ্‌ক্তিতে।

স্বাধীন জীবনের নিঃসঙ্গতা তাঁকে নিয়ে যায় 'ভাবনাহীন সমুদ্রের অন্তহীন বুকে'। 'পাশে তার বলিষ্ঠ সাগর'। এ সাগর কি জনসমুদ্র? তারই চিত্ররূপ প্রত্যক্ষ করি ঃ

'আমার হৃদয়ে প্রেম নেই লবণাক্ত জলে
আমার হৃদয় ভাসে অন্ধকার জনহীন রাতে
সাগরের দেহে কেঁপে হেসে যায় আমার শরীর।
সাগরের অভিসার আমার চৈতন্যে নিত্য চলে।
তুমি যে এসেছ আজ -- পরিশ্রান্ত, যৌবনকাতর
শৌখিন শিল্পীর গড়া ক্ষীণকণ্ঠ, পেলব শরীর ---
প্রেম ঘরছাড়া, জনহীন বালুকার কূলে
এ হৃদয় অন্যমনা, পাশে তার বলিষ্ঠ সাগর।' [১৭]

এই 'বলিষ্ঠ সাগরের' ঢেউ -এর চিত্রকল্প ফুঠে উঠেছে এখানে ঃ

'সবুজ সমুদ্রে ওঠে অগণন ঢেউ
অগণন শ্বেত অশ্বারোহী
বালুবেলাকে দেয় চূর্ণ চুম্বনের ফেনা---।'

কবি সমুদ্রপারে বালুকাবেলা ধরে একাকী চলেছেন। দেখছেন, অগণন অশ্বারোহী সৈন্যের মত ঢেউ ভেঙে গুঁড়িয়ে তটকে চুম্বন করতে করতে মুখে ফেনা তুলে চলেছে --- হঠাৎ তাঁর দৃষ্টিতে ধরা পড়ে সদ্যস্নাত নিবাররণ নারীমূর্তি। তার *anatomy* -র চিত্ররূপ প্রত্যক্ষ করি ঃ

'বালিয়াড়ি পার হয়ে অকস্মাৎ আবির্ভূত চোখে
রৌদ্রে ও সুবর্ণে মেশা পরিপূর্ণ তনু বলীয়ান।
উলঙ্গ শরীরে ঝরে সমুদ্রের লবণাক্ত জল
রৌদ্রের হীরকচূর্ণ সর্ব অঙ্গে স্ফুলিঙ্গ ছড়ায়,
চোখের কালোতে স্নিগ্ধ জলতৃপ্ত দীর্ঘ কালো চুল
দুলিছে সুঠাম তার নিতম্বের তটদেশ বেয়ে,

ধরে আছে আলো
কঠিন উদ্ধত শ্যাম স্তনাগ্রচূড়ায়' [১৮]

এখানে রবীন্দ্র- পঙ্‌ক্তিও তুলনীয় :

'জলপ্রান্তে ক্ষুব্ধ-ক্ষুণ্ণ কম্পন রাখিয়া
সজল চরণচিহ্ন আঁকিয়া আঁকিয়া
সোপানে সোপানে, তীরে উঠিলা রূপসী —
স্রস্ত কেশভার পৃষ্ঠে পড়ি গেল খসি।
অঙ্গে অঙ্গে যৌবনের তরঙ্গ উচ্ছল
লাবণ্যের মায়ামন্ত্রে স্থির অচঞ্চল
বন্দী হয়ে আছে; তারি শিখরে শিখরে
পড়িল মধ্যাহ্ন রৌদ্র — ললাটে, অধরে,
উরু-'পরে কটিতটে, স্তনাগ্রচূড়ায়
বাহুযুগে, সিক্ত দেহে রেখায় রেখায়
মনকে ঝলকে।' [১৯]

বিষ্ণু দে রাবীন্দ্রিক ভাবের রেশ স্বীকরণ করেছেন এবং বিচ্ছিন্ন হয়েছেন। বন্ধ্যা উর্বশী-সৌন্দর্যে তৃপ্ত না হয়ে আর্টেমিসকে বরণ করেছেন, তবুও নিঃসঙ্গতার উজ্জ্বল প্রকাশ ক্ষণিকের আনন্দের কারণ কবি জানেন 'ইন্দ্রধনু প্রেম আমাদের'। কবি বলেছেন ঃ

'আমি নহি পরূরবা, হে উর্বশী,
ক্ষণিকের মর অলকায়
ইন্দ্রিয়ের হর্ষে, জানো গড়ে তুলি আমার ভুবন?
এসো তুমি সে ভুবনে কদম্বের রোমাঞ্চ ছড়িয়ে,
ক্ষণেক সেখানে থাকো,
তোমার দেহের হায় অন্তহীন আমন্ত্রণ বীথি
ঘুরি যে সময় নেই —'

তাই উর্বশীর (বন্ধ্যা) মোহে কবি তৃপ্ত না হয়ে বিপরীতে আনলেন কৌমার্যের বলদৃপ্ত শুদ্ধ সৌন্দর্য, গ্রীসীয় পুরাণে বর্ণিত চন্দ্র ও শিকারের দেবী আর্টেমিসকে। উর্বশীর প্রেমে আসঙ্গলিপ্সার অনন্ততা, আর আর্টেমিস শুচিশুভ্র চরিত্র্যে— নৈতিকতা ও কৌমার্যের রক্ষয়িত্রী, প্রেমের প্রতিনিধি। এখানেই রবীন্দ্রনাথ থেকে বিষ্ণু দে বিচ্ছিন্ন হলেন এবং উর্বশীর সঙ্গে তুলনাসূত্রে আর্টেমিসের প্রতি তাঁর আসক্তিকে দ্বন্দ্বসঙ্কুল আধুনিক মনের প্রেম স্বরূপ সম্পর্কে

অসহায়তার অপূর্ব প্রকাশ ঘটালেন। এখানেই তিনি আধুনিক।

এখন দেখি চিত্রকল্পের মিছিল

'ছুটে চলে শব্দময়ী অপ্সর রমণী
ঝঞ্ঝামদরসে মত্ত শত বলাকার পদধ্বনি'

* * * *

'দূরগামী সূর্য আজো ঢেলে দেয় তবু
গলন্ত তামার দীপ্ত রক্তিম চুম্বন।
আজো তবু ওরিয়ন প্রিয়া'

* * *

'ট্রিস্টান ও ইসোল্‌ডের রোমাঞ্চনিবিড় সুরে সংগীতমায়ায়'

* * *

'সে স্যর্সি বেঁধেছ মোরে আরো বাঁধো'

* * * *

'আজো এই জ্ঞানবিজ্ঞ জরাবৃদ্ধ অভিজ্ঞভুবন
পলাতকা উর্বশীর প্রতি পদপাতে
দুলে দুলে ওঠে স্নায়ু আলোড়িত উতলা কম্পনে।
আজো তাই পরিশ্রান্ত ম্যামন-মলিন
জলস্থল কেঁপে ওঠে উর্বশীর দেহের আস্বাদে।
কত রাত্রি, কত বর্ষ, কত দীর্ঘ শতাব্দীরা গেল
ক্লিয়োপেট্রা থেকে আজ হয়ে গেল বিংশতির পালা,
আজো তবু উর্বশীর স্তন
উর্বশীর পাণ্ডু-উরু শুভ্র বাহু উচ্ছৃঙ্খল যৌবনের চোখ
অমাদের করে রাখে তৃপ্তিহীন একান্ত বৈরাগী।
আজো তবু গোধূলি মলিন
ধোয়ার মলিন এই শব্দখর কুৎসিত নগরে
তন্দ্রালসা সন্ধ্যা নামে নবীন ধরার মায়া
ধরে তার দুই স্নিগ্ধ করে।'

* * *

'লাবণ্যের মুখে আজ বতিচেল্লি এঁকেছে ভিনাস'

* * *

'আমাকেও করে দিলে বাসনার আশ্চর্য সিমফনি
শতস্বপ্ন— নাইলাসে ভেসে গেল পৃথিবী আমার'
* * *
' হেক্‌টরের মৃতদেহ রক্তস্নাত রথচক্রক্ষত হল মন'
* * * *
' আর্টেমিস, হিপোলিটসেরে
সঞ্জীবনী দিলে তো সেবার
আর্টেমিস, প্রার্থনা আমার'

সমালোচক জগদীশ ভট্টাচার্য বলেছেন ঃ 'একটি মাত্র কবিতায় এতগুলি প্রতীকের ব্যবহার শিল্পীর অসংবৃত উচ্ছ্বাসেরই পরিচায়ক।'

বিষ্ণু দে বয়ন করেছেন গান্ধীজি এবং রবীন্দ্রনাথের চিত্ররূপ ঃ

' হেথা নাই গান্ধীজির নাটকীয় জয় অভিযান,
হেথা নাই সুশোভন রূপদক্ষ রবীন্দ্র ঠাকুর।' [২০]

একটি ফুলের তোড়ার ছবি। এখানে কবি ফুলের সুবাস এবং তার স্থায়িত্বের চিত্র অপূর্ব শব্দ ব্যবহারে ফুটিয়ে তুলেছেন ঃ

' দু'হাত ছড়িয়ে দিলে —
ভয়ের আবেগে ছেঁড়া তোমার সে নির্ভরের দান
চিরজীবী নোজ্‌গে আমার'

'নোজ্‌গে' (Nosegay) হল সুগন্ধী ফুলের তোড়া।

বিষ্ণু দে-র সৃষ্ট লিলির ছবি প্রতীকে পরিণত হয়েছে। দেহসর্বস্ব প্রেমের প্রতীক এখানে লিলি,বাস্তবের রক্তমাংসের নারী। এই লিলিকে এলিঅট- বর্ণিত পুরুষ (সামরিক পুরুষ, অ্যালবার্ট) শুধু ভোগের সামগ্রী মনে করে।

'..... and think of poor Albert,
He's been in the army four years, he wants a good time
And if you don't give of him, there's others will .....'

এখানে বিষ্ণু দে-র লিলি বাস্তব মানবী এবং এলিঅটীয় দ্যোতনা প্রকাশ পেয়েছে ঃ

' বাহুটি জড়িয়ে তাকে বলি
তোমার চিত্তের, লিলি, চামেলি সৌরভ
যে মায়া ছড়ায় চেতনায়
সে মায়ায় ফুটে ফুটে ওঠে
পৃথিবীর পরম আশ্বাস
* * *
আগামী রাত্রির ছায়ানীড় বাঁধে শান্ত নির্বিশেষ
অনন্য সে পান্ডু মুখে তার।' ২১

আমরা লক্ষ্য করি, রোম্যান্টিক আচ্ছন্নতা থাকলেও মুখের পান্ডুরতায় ধরা পড়েছে আধুনিকতার ছাপ। এখানে লিলিকে অধিকতর বাস্তব নায়িকা হিসেবে অবলোকন করি ঃ

' বাতাস গিয়েছে দূর সমুদ্রবীজন স্নিগ্ধ
নারিকেল মর্মরিত প্রবালের দ্বীপে।
অবসন্ন ব'সে দুইজনে।
কর্মহীন অবকাশ কর্কশ কঠিন গুমোটে
কাটে রৌদ্রতাপে।
* * *
শুধু লিলি, তোমার শরীর
মসৃণ কোমল পান্ডু মর্মর শীতল।'

'উর্বশী ও আর্টেমিস' কাব্যে বিদেশী নিশ্বাসের ছোঁওয়াকে কবি বিষ্ণু দে স্বীকরণ করেছেন। তাই সাবলীল ভাবে বিভিন্ন চিত্রকল্পের ভাব- প্রকরণ- ভঙ্গি, এমন কি মেজাজ, এলিঅট অভিঘাতের উপোদ্ঘাত মাত্র বলা চলে। বিষ্ণু দে সংস্কৃতিবান কবি। তাঁর নায়িকাও বনেদী কৃষ্টিসম্পন্ন, তাই তাঁকে *sickly* বা রুগ্না হতে হয়েছে। এখানে *Victorian age* - এর *temper* এবং আমাদের ব্রাহ্মসমাজের শিক্ষিতা সুরুচিশীলা নায়িকার প্রভাব পড়েছে। বুদ্ধিজীবী বিষ্ণু দে তাই তাঁর নায়িকাকে সংস্কৃতিপরায়ণা করে গড়তে গিয়ে রুগ্না পান্ডু ক্ষণজীবী হিসেবে সৃষ্টি করেছেন।

পরিশেষে সমালোচক সুকুমার সেন বিষ্ণু দে-র নূতন কবিতা সম্পর্কে বলেছেন ঃ ' বিদ্যা যন্ধুরপথবাহী বুদ্ধির অনুসরণ করিয়াছে। সেইজন্য বিষ্ণুবাবুর কবিতায় এলিঅটের কৌশল স্পষ্টভাবে অনুকৃত।' এ কথা ' উর্বশী ও আর্টেমিস' সম্পর্কে যতটা না প্রযোজ্য তার, থেকে বেশি প্রযোজ্য ' চোরাবালি' সম্পর্কে। কবি- সমালোচক সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ভাষা এবং বক্তব্য অনৃজু। কারণ তিনি বলেছেন ঃ বিষ্ণু দে 'এলিঅট্-ভক্ত' বলেই ' কখনো নিছক অন্তঃপ্রেরণার তাড়নে কাব্য লেখেন না। ভাবাবেশের উপযোগী বহিরাশ্রয়ের সন্ধানে আধুনিক সংস্কৃতির

দিগ্বিদিক বেড়িয়ে আসেন।'

বিষ্ণু দে-র দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'চোরাবালি' এবং 'সবচেয়ে বিতর্কিত রচনা 'ঘোড়সওয়ার'।[২২] ভূমিকায় সুধীন্দ্রনাথ বলেছেন ঃ ' যাদের কাছে য়ুং-প্রমুখ পুরাণবিদেরা নামমাত্র, তাঁরাও বুঝবেন যে চোরাবালি আর ঘোড়সওয়ার শুধু রিরংসার রূপক নয়, তাদের উপরে প্রকৃতি -পুরুষ ভক্ত-ভগবানের সম্বন্ধারোপ সহজ ও শোভন।'[২৩] রবীন্দ্রনাথ 'কাব্য হিসাবে' এর গুণপনার কথা বলেছেন, কিন্তু 'শ্রাব্য হিসাবে'[২৪] বর্জনীয় বলছেন। তাই রবীন্দ্রনাথ সুধীন্দ্র-সমালোচনা মেলাতে পারেননি। শৃঙ্গাররসের কবিতা হিসাবে 'ঘোড়সওয়ার' হল উর্বরতা- তত্ত্বের প্রতিমা রূপ। এলিঅটের ' *The Waste Land*' কাব্য হল ঃ ' ..... *place among a whole galaxy of major works that embodied the new sensibility of Europe.* ' এলিঅটের মতে, কাব্যে মৌলিকত্বই কবির ধর্ম। তাই অভিনবত্ব আনবার জন্য পুরাপ্রসঙ্গ এবং নৃতত্ত্বের জগৎ থেকে গ্রেল কাহিনীকে উদ্ধার করেন। এ ব্যাপারে জেসী. এল. ওয়েস্টন-এর 'ফ্রম রিউচুয়াল টু রোমান্স' এবং নৃতত্ত্বে ' দি গোল্ডেন বাউ' উল্লেখযোগ্য। উর্বরতা - তত্ত্বভিত্তিক কাহিনী আনয়নের পশ্চাতে এই বই দুটি প্রভূত সাহায্য করেছিল। এলিঅট তাঁর কাব্যে কয়েকটি বিশেষ প্রসঙ্গ যে উর্বরতা-উৎসবেরই ইঙ্গিতবাহী, সে কথাও স্বীকার করেছেন। বিষ্ণু দে-র ' ঘোড়সওয়ার' কবিতাটি 'চোরাবালি' কাব্যের একটি প্রতিনিধিত্ব- মূলক কবিতা এবং উর্বরতাতত্ত্বের পটভূমিকায় রচিত। এলিঅটের আলম্বন হল পাহাড়।

' Here is no water but only rock
Rock and no water and the sandy road
The road winding above among the mountains
Which are mountains of rock without water
If there were water we should stop and drink
Amongst the rock one cannot stop or think
Sweat is dry and feet are in the sand
If there were only water amongst the rock.....
Here one can neither stand nor lie or sit
There is not even silence in the mountains
But dry sterile thunder without rain'

বিষ্ণু দে-র আলম্বন ' চোরাবালি' ঃ

' চোরাবালি আমি দূর দিগন্তে ডাকি?
হৃদয় আমার চড়া?
অঙ্গে রাখিনা কারোই অঙ্গীকার?

চাঁদের আলোয় চাঁচর বালির চড়া।
এখানে কখনো বাসর হয় না গড়া?
মৃগতৃষ্ণিকা দূরদিগন্তে ডাকি?
আত্মাহুতি কি চিরকাল থাকে বাকি ?'

বিষ্ণু দে চোরাবালিকে বন্ধ্যা বা অনুর্বর ভূমি হিসাবেই প্রত্যক্ষ করেছেন এবং এলিয়ট পাহাড়ের মধ্যে বন্ধ্যা রূপটিকেই তুলে ধরেছেন। অতএব পাহাড় এবং চোরাবালিকে বন্ধ্যাত্বেরই প্রতীক হিসাবে উভয় কবি ব্যবহার করেছেন। বিষ্ণু দে 'ঘোড়সওয়ার' কবিতাটি রচনার পূর্বে রিচার্ড উইলহেল্‌ম চীনাভাষা থেকে এবং উং-এর টীকা সহযোগে একটি বই অনুবাদ করেন, বইটির নাম ঃ 'দি সিক্রেট অফ দ্য গোল্ডেন ফ্লাওয়ার।'

' ঘোড়সওয়ার' কবিতার পটভূমিকায় আদিম উপজাতীয়দের মৃত্তিকার উর্বরতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে উদ্‌যাপিত একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠনের ছায়াপাত ঘটেছে , এ রকম অনুমানও করা হয়েছে। ওয়াট সান্ডিস আদিম উপজাতীয়রা মাটির বন্ধ্যাত্ব নিরাকরণ এবং উর্বরতা বৃদ্ধির কামনায় বসন্তকালে একটি বিশেষ ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করত। মূল অনুষ্ঠানই ছিল ঃ মাটিতে একটি গর্ত খুঁড়ে তাকে ঝোপঝাড় নিয়ে আবৃতকরণ এবং উদ্যত বর্শা হাতে এই গর্তটি ঘিরে সকলের সমবেত নৃত্য। গর্তটিতে শুধু স্ত্রী-অঙ্গের অনুকৃতিই থাকত না, এই অনুষ্ঠানে মাটির গর্ত ও বর্শা যথাক্রমে স্ত্রী ও পুরুষাঙ্গের প্রতীকরূপে পরিগণিত হত। বিষ্ণু দে-র কবিতায় চোরাবালি এবং বল্লমের প্রতীক গ্রহণের পশ্চাতে এই আদিম এবং উপজাতীয় ধর্মীয় অনুষ্ঠনের প্রকৃত অনুপ্রেরণা যদি না-ও থাকে, তাহলেও কবিতাটিকে উর্বরতা তত্ত্ব বা 'ফারটাইলিটি কাল্ট'-এর একটি সার্থক কবিতারূপে মেনে নিতে কোন বাধা নেই।

কবিতাটিকে উর্বরতা তত্ত্বের একটি উৎকৃষ্ট রূপক- কবিতারূপে প্রতিষ্ঠা করতে কবি পুরা-প্রসঙ্গ, জনশ্রুতি, রূপকথা, নৃতত্ত্ব, অধীত জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা— সব কিছুই কাজে লাগিয়েছেন। ঘোড়সওয়ার প্রতীক গ্রহণ করে রূপকথার চিরন্তন ব্যঞ্জনাটুকু সুন্দরভাবে কবিতায় সঞ্চারিত করেছেন। নির্বাচনে এবং প্রয়োগে চিত্রকল্পটিও যথার্থ সার্থকতার অনন্য মর্যাদা লাভ করেছে।

কিন্তু ঘোড়সওয়ারের আবেদন এখানেই শেষ হয়ে যায়নি, এর আবেদন আমাদের 'ফারটাইলিটি কাল্ট' বা উর্বরতা-তত্ত্বের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়। তাই 'ঘোড়সওয়ার' প্রতীকটির একটু বিশদ তাৎপর্য বিশ্লেষণ প্রয়োজন। বাঙালী সংস্কৃতিতে ঘোড়সওয়ারের সঙ্গে জড়িয়ে আছে একটা রোম্যান্টিক কল্পনা। শব্দটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে ভেসে ওঠে একটি রূপকথার জগৎ। অশ্বারোহণ বাঙালীর জীবনে নিত্য বাস্তব ঘটনা নয়। সম্ভবতঃ সে কারণেই অশ্বারোহী সম্পর্কে এই রোম্যান্টিক দুর্বলতা। অশ্বারোহীর সঙ্গে তার বাস্তব ব্যবধান থাকলেও মানসজগতে কোন ব্যবধান নেই। অশ্বারোহী সম্পর্কে বাঙালী তার একটা নিজস্ব কাল্পনিক রূপকথার জগৎ গড়ে নিয়েছে। বাঙালীর কল্পনার অশ্বারোহী অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিজয়ী নায়ক অথবা দুঃসাহসিক অভিযাত্রী। তার পরিচয় গৌরবের— হয় সে রাজপুত্র, না হয় ঐ জাতীয় কিছু। দেখা যায় দেশভ্রমণে কিংবা অভিযানে বেরিয়ে, এই অশ্বারোহী রাজপুত্র এমন এক দেশে উপনীত হয়, যেখানে সব থেকেও যেন কিছু নেই। বিরাট শূন্যতা খাঁ খাঁ করছে সে রাজ্যে। না হয়

রাজ্য জুড়ে রয়েছে ঘুমের অভিশাপ। কিংবা, রাজকন্যা দৈত্যাপহৃত্যা ও বন্দিনী। একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যায়, এই শূন্যতা কিংবা ঘুম অথবা দৈত্য ইত্যাদির যদি কোন রূপকার্য থেকেই থাকে, তাহলে সে অর্থ অবশ্যই বন্ধ্যাত্ব-সম্পর্কিত। এই রাজ্য বন্ধ্যাত্বের মুখোমুখি হয়েই অমন নৈরাশ্যের দিন গোণে, আর অপেক্ষা করতে থাকে উর্বরতার, সোনারকাঠির স্পর্শের। অশ্বারোহী রাজপুত্র নিয়ে আসে সেই উর্বরতার যাদুস্পর্শ, যার ফলে রাজকন্যা ও রাজ্যের ঘুম ভাঙে, কিংবা বন্ধ্যাত্ব-দৈত্যের কবল থেকে বন্দিনীর মুক্তি ঘটে। উর্বরতা ফিরে পেয়ে রাজ্য বা রাজপুরী আবার আনন্দে ভরে ওঠে।

বিষ্ণু দে 'ঘোড়সওয়ার' রূপকে বাঙালীর এই রোম্যান্টিক দুর্বলতাটিকে ভাঙিয়ে কাজে লাগিয়েছেন। 'দূর দেশের বিশ্ববিজয়ী দীপ্ত ঘোড়সওয়ার' রূপকথারই ছটা বিকিরণ করেছে, অশ্বারোহী রাজপুত্রের ছবিই ফুটিয়ে তুলেছে। চোরাবালির উর্বরতা প্রার্থনার মধ্যেও ফুটে উঠেছে বন্ধ্যাত্ব-কবলিতা রাজকন্যার ঘুম কিংবা বন্ধনদশা থেকে চিরতরে মুক্তির কামনা ঃ

'হালকা হাওয়ার বল্লম উঁচু ধরো।
সাতসমুদ্র চৌদ্দ নদীর পার —
হালকা হাওয়ায় হৃদয় দু'হাতে ভরো,
হঠকারিতায় ভেঙে দাও ভীরু দ্বার।
* * * *
হে প্রিয় আমার, প্রিয়তম মোর,
আযোজন কাঁপে কামনার ঘোর।
কোথায় পুরুষকার?
অঙ্গে আমার দেবে না অঙ্গীকার?'

বাংলা কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে 'চোরাবালি' জৈবিকতার এবং ' ঘোড়সওয়ার' কামনার— এই অপূর্ব চিত্রকল্পদুটি অসাধারণত্ব লাভ করেছে। 'ঘোড়সওয়ার' বিপ্লবের পথে মুক্তির পথিক। ঢেউ-এর ঘোড়ায় চড়ে বিপ্লবরূপী রাজপুত্র আসছে বন্ধ্যাত্বের শৃঙ্খলে বন্দিনী চোরাবালিকে উদ্ধার করতে।' [২৫]

বিষ্ণু দে-র কবিতা হল *'A Host of images'* । এগুলিকে *'Broken image'* ও বলা হয়।

'তুমি যেন এক পর্দায় ঢাকা বাড়ী,
আমি অঘ্রান-শিশিরে সিক্ত হাওয়া —
বিনিদ্র তাই দিনরাত ঘুরি ফিরি
* * *
ঝোড়ো হাওয়া ছেঁড়ে কালো কালো তুলোমেঘ

চৈতি পূর্ণিমাকে

* * *

শরতের শাদা খামকা - খুশির মেঘ —
পৃথিবী পাঠায় কাশের নিমন্ত্রণ —
নির্বোধ, নির্বোধ

* * *

পদ্মদিঘির পাড়ে
আশ্বিনের গাঁথা গান যে আমায় কুচি কুচি করে ছিঁড়ে
ভাসাল নিথর জলে
আমারি হৃদয় নিথর গভীর নীল সে পদ্মদিঘি।' [২৬]

এগুলোর মধ্যে কোথায় বিষ্ণু দে কোন প্রতীকে সমাজের বিবরণ দিয়েছেন, কোথাও *typical* চিত্রকল্পকে বিদ্রূপ করেছেন, কোথাও কবি প্রসিদ্ধিকে চিত্ররূপ দিয়েছেন।

এই ধরনের *typical* চিত্রকল্পের অভাব বিষ্ণু দে-র কাব্যে নেই। 'টপ্পা-ঠুংরি' কবিতার শুরুতেই দেখি বিষ্ণু দের পন্ডিতম্মন্যতা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেও নায়িকার চিঠি পেয়ে নায়কের আনন্দাবেগের চিত্র অদ্ভুতভাবে ফুটিয়ে তুলেছে ঃ

'তোমার পোস্টকার্ড এল,
যেন ছড়টানা লয়ে
পিদ্‌সিকাতোর আকস্মিক ঘূর্ণি
রেডিওর ঐকতানে বিস্মিত আবেগ।
দিন কাটল।
যেন জিল্‌হাবিলম্বিতে।
গানের কলির অলিতে গলিতে
বাস্ গেল, ক্লাস গেল কালের জয়যাত্রায় কেটে।'

এরপর দেখি যন্ত্রের খামখেয়ালী চিত্র এবং রবীন্দ্র- কবিতার অনুষঙ্গকে অপূর্বভাবে ব্যবহার। তারপরে দেখব 'এখানে নামল সন্ধ্যা।' রবীন্দ্রনাথের 'লিপিকা' কাব্যগ্রন্থের সন্ধ্যাকে বিষ্ণু দে অন্য ভাবনায় ফুটিয়েছেন। বড়বাজারের উপল-উপকূলে নামিয়ে সদা চঞ্চল 'সারি সারি পিপড়ের সার', ট্রাফিক থমকে দাঁড়ায়, হোঁচট খায়, 'জনস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধনমান,' 'গৌরজনের ভীড়াক্রান্ত মধুচক্র হে শহর, হে শহর স্বপ্নভারাতুর' এবং

' ট্রেন এল বলে হাওড়ায়
ওপারে স্টক-এক্সচেঞ্জের এপারে রেলওয়ের হাওড়া,
তারি মধ্যে বসে আছেন শিব - সদাগর
ট্যাক্সির হৃদস্পন্দে, ট্রাপিকের এটাক্সিয়ায়'

এর মধ্যে বিষ্ণু দে জনগণের প্রবল স্রোতকে নামিয়েছেন ঃ

'বাসের একী শিংভাঙা গোঁ।
যন্ত্রের এই খামখেয়াল।
এদিকে আর পঁচিশ মিনিট —
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর।
স্বেচ্ছাতন্ত্র ছেড়ে, স্বৈরাচারী ট্রামই ভালো,
ইচ্ছার দায়িত্বহীনতা ছেড়ে সংস্কারের বাঁধা সড়ক।
বড়বাজারের উপল উপকূলে
জনগণের প্রবল স্রোত
উগারিছে ফেনা
আর বিড়ির আর সিগারেটের আর উনুনের আর মিলের ধোঁয়া আর
পানের পিক্
আর দীর্ঘশ্বাস
বড়বাবুর গঞ্জনায়
বড়সাহেবের কটা চোখের ব্যঞ্জনায়
দাম্পত্য মিলনের শ্রান্ত সম্ভাবনায়
অপত্যাধিক্যের অনুশোচনায়
ট্রামের বাসের কারের ফেরিওয়ালার রলরোলে
এই ক্লাইভ ডালহৌসি লায়নস্ রেঞ্জের ডেলিপ্যাসেঞ্জারদের
ক্লান্ত নীরবতায়
তিক্ত গুঞ্জনে
শুধু অস্পষ্ট একটা বিরাট লাগডাঁট আওয়াজ
যেন শিশিরভেজা মাটিতে পাতাঝরার গান
বা যেন একটা বিরাট অতনু দীর্ঘশ্বাস
বড়বাজারের ক্ষতবিক্ষত কিন্তু অমর আকাশে

তারায় তারায় কাঁপন লাগে যার মীড়ে মীড়ে।'

(টপ্পা ও ঠুংরি/ চোরাবালি)

বিষ্ণু দে পরাবাস্তবতার মূল স্রোত ত্যাগ করে অতি-বাস্তবতা প্রবর্তন করেছেন। তিনিই সর্বপ্রথম তাঁর কাব্যে এই অপনয়ন অতিক্রম করে বুদ্ধির জাগ্রত জগতে সঞ্চরণশীল এবং চিন্তার সকর্মক প্রতীক আনয়ন করেছেন। 'সার্বজনীন অনুভূতির ঐকান্তিক অঙ্গীকারেই সাধারণ চিত্রকল্পাদির মধ্যে প্রাণস্পন্দন জাগিয়েছেন।' [২৭]

'পূর্বলেখ' কাব্যগ্রন্থ 'জন্মাষ্টমী' কবিতায় বিষ্ণু দে *'Broken image'* -এর কথা বলেছেন ঃ

'প্রত্যক্ষ প্রতীক তাই রাত্রি আর দিন
আত্মদানে রোমে রোমে ঐকতানে রোমাঞ্চিত বাজে
নামে-রূপে একাকার মহাশূন্য মাঝে'

এর মধ্যে কবি নগরজীবনের ক্লান্ত একঘেয়েমির কথা ফুটিয়ে তুলেছেন। এখানেও দেখি এলিঅটের ভাবোদ্যোতনা ঃ

'Let us go then' 'You and I',
When the evening is spread out against the sky
Like a patient etherised up on a table'. [২৮]

* * * *

এবং *'What shall we do tomorrow?*
What shall we ever do?
The hot water at ten.
And if it rains, a closed car at four.
And we shall play game of chess.' [২৯]

আর বিষ্ণু দে-র সৃষ্টিতে দেখি তাঁরই স্বীকরণ ঃ

' সন্ধ্যায় ধোঁয়ার মুষ্টি উঠে আসে সুচতুর
রুদ্ধ করে নিশ্বাস প্রশ্বাস
বাষ্পগন্ধ স্পন্জ্ - হাতে।'

* * *

' তারপরে চা এবং তাস
ব্রিজই ভালো না হয়তো ফ্লাস।

ঘোরতর উত্তেজনা, ধূমপান, আর্তনাদ, খিস্তি, অট্টহাসি।
তারপরে বাড়ি,
অম্লশূল আর সর্দিকাশি
এলোমেলো, গোলমাল, ঘেঁষাঘেঁষি ধোঁয়া আর লঙ্কার ঝাল।'

'সাত ভাই চম্পা' কাব্যে চম্পা বিষ্ণু দে-র আর একটি সার্থক চিত্রকল্প। তাঁর কাব্যের অন্যতম স্বভাব, রূপকথার নামাঙ্কে চুপ-কথাকে উদ্ঘাটন করা, লালকমল - নীলকমলের পাপড়ির আড়ালে অনেক রঙের কোমল গন্ধ আবিষ্কার করা। 'সাত ভাই চম্পা' সেই অর্ধস্ফুট কৈশোর-অনুষঙ্গ ভেদ করে যৌবনের প্রবল বন্যায় ভেসে-আসা একটি ভঙ্গিল ছবি, আবেগ-উত্তেজনায় যা রোমাঞ্চপ্রসূ। ডঃ দীপ্তি ত্রিপাঠী লোরকার সঙ্গে বিষ্ণু দে-র এই রীতির তুলনা করেছেন। কিন্তু কবি লোরকার ইমেজ *distorted*,— বিষ্ণু দে সেই তুলনায় পূর্ণায়ত; একটি কথার চূড়ায় তিনি শত কথার জনতা সমাবেশ করেন, একটি ছবির পত্রপুটে ধরেন ঐতিহ্যের অঞ্জলি ঃ

' তোমাকে খুঁজছে জানো কি কৃষকে নৃপে
অশ্বের খুরে লাঙলের তলা টেনে
হাতুড়ির ঘায়ে, কাস্তের বাঁকা শানে,
ভাটিয়ালি গানে, কপিল মুনির দ্বীপে; কলিঙ্গে আর কঙ্কনে গুর্জরে
চম্পা, তোমার সাত ভাই গান করে।' ৩০

'পূর্বলেখ' কাব্যে 'পদধ্বনি' বিষ্ণু দে-র একটি বিশিষ্ট কবিতা। সমালোচক দীপ্তি ত্রিপাঠী 'দস্যুর পদধ্বনি সামাজিক বিপ্লবের পদধ্বনি' বলে উল্লেখ করেছেন। অনেকে এই কবিতাটিকে সাম্যবাদী আখ্যা দিয়েছেন, তবে মার্কসের তুলনায় এতে ফ্রয়েডীয় আনুগত্য বেশি প্রকাশ পেয়েছে। এই কবিতায় প্রত্যক্ষ করি ভদ্রা শালীন ও ভদ্র জীবনের প্রতীক, অর্জুন চেতন মনের প্রতীক, আর পাতালবাসিনী নাগকন্যা উলুপী কামনার প্রতীক। পার্থের জীবনে ভদ্রা যে স্থান করে নিয়েছিল তা থেকে উলুপী বঞ্চিত। তাই উলুপীর ব্যবহারে সর্পিল ঈর্ষা প্রকাশিত হয়েছে এবং ভদ্রার জীবনে বিপর্যয় সৃষ্টিতেই তার আনন্দ। এরই চিত্ররূপ ঃ

' অসহায় জরাগ্রস্ত পাণ্ডু অসূয়ারে
ছিন্ন ক'রে দিতে আসে সার্পিল উলুপী
তিমির পঙ্কের স্রোতে, রসাতল সঙ্কুল আঁধারে?'

ফ্রয়েডীয় অবদমিত কামনার পদধ্বনি শ্রুত হয় ঃ

' ওকি আসে নগ্ন অরণ্যের
প্রাক্‌পুরাণিক প্রাণী? অসভ্যবনের পিতৃকুল ?
দানব জন্তুর পাল?

দন্তুর ভয়াল
প্রাক্তন পৃথিবী ওঠে নিজস্ব স্মৃতির
করাল অতীত নিয়ে আমার অতীতে?
আমার সত্তার ভিতে বর্বর রীতির
সে পার্থিব স্মৃতি
জাগায় পার্থেরো ভয়।
* * *
এ যে দস্যুদল।
হে ভদ্রা আমার।
লুব্ধ যাযাবর। নির্ভীক আশ্বাসে আসে ঐশ্বর্য-লুণ্ঠনে,
দ্বারকার অঙ্গনে অঙ্গনে
তারা চায় রঙ্গিলাকে প্রিয়া ও জননী
প্রাণৈশ্বর্যে ধনী
চায় তারা ফসলের ক্ষেত, দিঘি ও খামার
চায় সোনাজ্বালা খনি। চায় স্থিতি,অবসর।
দস্যুদল উদ্ধত বর্বর.....' ৩১

এছাড়া 'চোরাবালি' -র 'পঞ্চমুখ' কবিতায় প্রত্যক্ষ করি এলিঅটীয় দ্যোতনা ঃ

'স্বপ্নেরা হল ফণিমনসার বন,
জন্মে প্রণয়ে মরণে জীবন শেষ।' ৩২

তুলনীয় ঃ

'This is the dead land
This is the Cactus land' ৩৩

(The Hollow Men : T. S. Eliot)

'উর্বশী ও আর্টেমিস' কাব্যে 'পর্যাপ্তি' কবিতায় বিষ্ণু দে জীবনকে গণিকার চিত্রকল্পে অবলোকন করেছেন ঃ

'স্বপ্ন সব ঠেলে দাও প্রভাতের গণিকার মতো' ৩৪

'সন্দীপের চর' কাব্যগ্রন্থে দেখি, যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর সার্বিক রূপ আশ্চর্য ব্যঞ্জনায় প্রতিফলিত হয়েছে।

বাংলা কাব্যে এই ধরনের চিত্রকল্প এই কবি—মানসেই জাগ্রত হয়েছে। এক অন্য ধরনের বৈচিত্র্য, অন্য ধরনের আস্বাদ এই কাব্যগ্রন্থ বয়ে এনেছে ঃ

'সে বন্য উৎসব শেষ, পড়ে আছে ভুক্ত অবশেষ
ছেঁড়া তাঁবু, ভাঙা খাট, কারখানার পাত কয় খান
জীবন মৃত্যুর মদে আজ আর দেয় নাকো হানা,
গ্রাম-গ্রামান্তের ঘরে, গেছে সব যে যার স্বদেশ,
রেখে গেছে আযোজন প্রশস্ত, পথের দীন বেশ,
বাঁকা টিন, কব্জা,কাঠ, চূর্ণ বোতলের কাচ, নানা
হাওয়াই জাহাজ- দীর্ণ টুকরা, কিছু সিনেমা সেয়ানা
যুবতীর ছাপা ছবি, রেখে গেছে বিশ্বব্যাপী রেশ
আবিশ্বসমরে অগ্নিপরীক্ষিত জনসাধারণ।' ৩৫

বিষ্ণু দে-র চিত্রকল্পে সমুদ্রের উজ্জ্বল তট ও বালুকাবেলার মত নদীর চর একটা বিশিষ্ট স্থান পেয়েছে। এই চরের বন্ধ্যারূপ না এঁকে কবি এই চরের বুকে শস্যরোপণ করে তাকে উর্বর শস্যশ্যামল রূপ দান করেছেন। নিচের পঙ্‌ক্তিতে কবি বৃষ্টির প্রতীকে লোকচেতনা ও জনজাগরণের যে রেখাচিত্র অঙ্কন করেছেন তা অপূর্ব। নতুন মেজাজে তা বৈচিত্র্যময় অনাস্বাদিত পুলক সঞ্চার করে ঃ

'সহজিয়া মানুষের মনের মাটিতে
বৃষ্টি পড়ে
শান্ত বৈশাখীতে দগ্ধ বিশ্বে একই কথা বলে বলে বারে বারে
জীবনের বিরাট সেতারে
সপ্তকের তারে বাজে উদারায় অনস্থির
দেহে মনে পথে ঘাটে অন্ধ আইনের সান্ধ্য এলাকায়
ধুয়ে যায় প্রাণ পায় একই সুর সমুদ্রের বৈশাখী বৃষ্টিতে।
* * *
বৃষ্টি পড়ে
সারা জীবনের মাঠে
জীবনের পথে ঘাটে গাঁয়ে গাঁয়ে জীবনের ঝড়ে
প্রাণের ফোয়ারা
শহরে সদরে অফিসে অন্দরে বৃষ্টি পড়ে
সমুদ্রের মন্দারে মন্দারে ঝড়ের দাক্ষিণ্যভারে

মানসের কুরুবকে হৈমবতী করকায়
ট্রামে বাসে কলের চোঙায়
আগুনে ধোঁয়ায় মনের মাটিতে বৃষ্টি পড়ে
বন্দরের ডকে।' ৩৬

' অন্বিষ্ট' কাব্যে 'সন্দীপের চর' -এর আবেগ থমকে পড়েছে কবির কথায় 'স্বরে নয়, নরকের পরে এ রচনা'।

তিনি আরো বলেছেন ঃ

'মৃত্যুঞ্জয় মানুষের কমেডিতে হাজার হাজার দেহের মনের
অপঘাতে অপঘাতে টুকেছি এঁকেছি
নরকের বহু ছবি ছবি আমাদের।'

এই আত্ম- বিশ্লেষণের পর্যায়ে মার্কসীয় নন্দনতত্ত্বের পুরোধা এবং নতুন সমালোচকদের দ্বারা বিষ্ণু দে কঠোর সমালোচিত হলেন। তাঁদের দৃষ্টিপটে বিষ্ণু দে-র কবিতা হয়েছে বুর্জোয়া স্বপ্নবিলাস। আমরা দেখি, কবি-হৃদয়ের তন্ময়তা জনজীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এভাবেই ব্যক্তি ও সমাজে সংহতি বিকশিত হয়ে উঠবে বলে বিষ্ণু দে ধারণা করেছেন। যান্ত্রিকভাবে নয়, ব্যক্তি ও সমাজ এই ধারায় প্রবাহিত হয়ে বিরাট জীবনের অংশীভূত হয়ে উঠবে। 'অন্বিষ্ট', 'জল দাও' প্রভৃতি কবিতায় এই পূর্ণ জীবনের রূপ কবি অপূর্বভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন ঃ

'পিকাসোর তুলিতে রেখায় রঙে রঙে রূপান্তর
আমারও অন্বিষ্ট তাই
* * *
ট্রামে বাসে পায়ে পায়ে গ্রামান্ত শহরে কলে মিলে
ঘনিষ্ঠ প্রহরে এই আনন্দ জঙ্গম
মেঘে মেঘে গতির স্থিতির মিলনে সন্তাপে
বাষ্পে বাষ্পে ছাপে রঙে রঙে আমাদের চিদম্বরম্'

এই বোধ মিলিত জীবন- আকাশ থেকে ঝঞ্ঝাময় উদ্ভাসিত চেতনা ছড়িয়ে পড়ে ক্ষেতে-খামারে-কুটিরে-টিলায়- লাঙলের ঘায়ে জেগে উঠছে ঃ

'সূর্যোদয়ে সূর্যাস্তে ভালো লেগে লেগে
আমারও অন্বিষ্ট তাই'

কবির অন্বেষণকে তুচ্ছ করার নয় । সংগ্রামী কবি-মনোভাবকে সম্মান জানাতেই হয়, কারণ ঃ

'এ ঋজু কঠিন জীবন নয়কো শূন্য'

ভবিষ্যতের পাটাতনে কবি কূলপ্লাবিত জীবনের ছবি প্রত্যক্ষ করেন ঃ

'এবং শুধুই জানাই শাল অরণ্যে পলাশের
গ্রীবায় বাহুতে আগুন-রাঙানো ফাল্গুনে
আমাদেরই সন্ততিদের সেই অধিকার।' ৩৭

'জল দাও' কবিতায় প্রতিফলিত হয়েছে প্রকৃতির বিষাদময়তা ও নির্জনতায় ব্যথিত মনের ছবি। কবি অবলোকন করেছেন ঃ

' অন্ধকার পরোয়ানা শিমূলের লালে
গোলমোরের সোনাও পাণ্ডুর
শালিকের ঐকতান থেমে যায় জামরুল বাগানে
কলকাতার কাক আর সমুদ্রের বকের বলাকা বহুদূর
তখনই কুঁড়িতে লাগে অধরা আবেগ কোন্ '

প্রচন্ড যন্ত্রণাস্পন্দে জাগে সৃষ্টির আকুলতা। দাঙ্গার খবর আসে, মুহূর্তে সাময়িক ভুল ধুয়ে যায় ঃ

' কর্মের সংবিতে স্তব্ধ
অভ্রান্ত সম্পূর্ণ সত্তা
রাত্রির নক্ষত্রে যেন প্রকৃতিস্থ অস্তিত্বের আকাশে স্বাধীন
এক রাশ সাদা বেলফুল' ৩৮

এরপর প্রতীক্ষায় প্রহর কাটে। এর মাঝেই ——

' লাগে দোলা লাগে দোলা
* * *
কল্লোলমুখর
সমুদ্রে সমুদ্রে ওঠে তালে তালে
* * *
ঊর্মিল জোয়ার'

সাগরউত্থিতা সুন্দরী অধিষ্ঠাত্রী দেবীর দেখা মেলে। ইনিই হলেন কবির অন্বিষ্ট। কবি এঁর সহযাত্রী সেজেছেন। সহযাত্রিনীকে বলেছেন ঃ

'জিয়াই তোমাকে পল্লবিত ছায়া বিছাই হৃদয়ে।'

পরিশেষে বলেছেন ঃ *' তোমাতেই বাঁচি প্রিয়া*
তোমারই ঘাটের গাছে
ফোটাই তোমারই ফুল ঘাটে ঘাটে বাগানে বাগানে।'

এঁর কাছেই কবির প্রার্থনা ঃ

'জল দাও আমার শিকড়ে'

নিঃসঙ্গতার উত্তরণ ঘটিয়ে কবি পরিশেষে পৌঁছেছেন জনসমুদ্রের মোহানায়।

☐ উৎস প্রসঙ্গ ☐

(১) হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

(২) দেশ / সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৮২

(৩) কালের পুতুল / বুদ্ধদেব বসু

(৪) কবি বিষ্ণু দে'র দুর্ভেদ্যকেল্লা / *দীপেন্দু চক্রবর্তী* / অনুষ্টুপ ১৯৭৮/ ২২ বর্ষ, অক্টোবর সংখ্যা, পৃঃ১-২৭

(৫) আমার কালের কয়েকজন কবি /*জগদীশ ভট্টাচার্য* ২য় সংস্করণ, ভারবি

(৬) Collected Essays /*T. S. Eliot*

(৭) এ কালের কবিতা (মুখবন্ধ)/ *বিষ্ণু দে*

(৮) Homage to T. S. Eliot - the Sun and the Rain /*Bishnu Dey*

(৯) কবিতা সমগ্র (১ম খন্ড) / *নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী* / *পবিত্র সরকার*
বিষ্ণু দে, ২য় সংস্করণ, আনন্দ

(১০) বিষ্ণু দে ঃ জীবন ও সাহিত্য (১৩৯৮)/ *ধ্রুব কুমার মুখোপাধ্যায়* (সম্পাদিত) পুস্তক বিপণি. পৃঃ৮৫

(১১) পলায়ণ (উর্বশী ও আর্টেমিস) /*বিষ্ণু দে*

(১২) কাব্য প্রেম /*বিষ্ণু দে*

(১৩) উদ্যাপন (উর্বশী ও আর্টেমিস) /*বিষ্ণু দে*

(১৪) বজ্রপাণি / *বিষ্ণু দে*

(১৫) প্রেম / *বিষ্ণু দে*

(১৬) প্রত্যক্ষ / *বিষ্ণু দে*

(১৭) সমুদ্র / *বিষ্ণু দে*

(১৮) সাগরউত্থিতা / *বিষ্ণু দে*

(১৯) বিজয়িনী (চিত্রা) / *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর*

(২০) ছেদ / *বিষ্ণু দে*

(২১) প্রজ্ঞাপারমিতা তাকে করে আশীর্বাদ (উর্বশী ও আর্টেমিস) / *বিষ্ণু দে*

(২২) আমার কালের কয়েকটি কবি / *জগদীশ ভট্টাচার্য*

(২৩) প্রবন্ধ সংগ্রহ / *সুধীন্দ্রনাথ দত্ত*

(২৪) রবীন্দ্রনাথের চিঠি / *অমিয় চক্রবর্তী*

(২৫) আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয় / *ড. দীপ্তি ত্রিপাঠী*

(২৬) ওফেলিয়া / *বিষ্ণু দে*

(২৭) "চোরাবালির ভূমিকা" / *সুধীন্দ্রনাথ দত্ত*

(২৮) The Love Song of J. Alfred Prufrock / *T. S. Eliot*

(২৯) The Waste Land / *T. S. Eliot*

(৩০) সাত ভাই চম্পা / *বিষ্ণু দে*

(৩১) পদধ্বনি / পূর্বলেখ / *বিষ্ণু দে*

(৩২) পঞ্চমুখ / চোরা বালি / *বিষ্ণু দে*

(৩৩) The Hollow Men / *T. S. Eliot*

(৩৪) পর্যাপ্তি / উর্বশী ও আর্টেমিস / *বিষ্ণু দে*

(৩৫) শালবন / সন্দীপের চর / *বিষ্ণু দে*

(৩৬) চৈতে বৈশাখে / সন্দীপের চর / *বিষ্ণু দে*

(৩৭) অন্বিষ্ট / *বিষ্ণু দে*

(৩৮) জল দাও / *বিষ্ণু দে*